গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)
১৬ আঃ গনি রোড, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং- ১৩.০০.০০০০.০৬৫.১৬.০০৩.২০১৭-১১১

১৬ ভাদ্র ১৪২৭ বঃ
তারিখঃ---------- --------- ।
৩১ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক তুলনামূলক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক তুলনামূলক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

31/08/2020

(মোঃ হাজিকুল ইসলাম)
গবেষণা পরিচালক
ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪১০১
ইমেইলঃ hajiqul64@yahoo.com

মুখ্যসচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ পরিচালক-৪) ।

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখঃ ৩১/০৮/২০২০ খ্রিঃ

খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক তুলনামূলক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ

ক্র. নং	শিরোনাম	আজকের পরিস্থিতি (৩১/০৮/২০২০ খ্রিঃ)	এক সপ্তাহ পূর্বের পরিস্থিতি (২৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ)	সাপ্তাহিক পরিবর্তন/ মন্তব্য
১	সরকারি খাদ্যশস্য মজুদ পরিস্থিতি	৩১/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুসারে সরকারি গুদামজাত অবস্থায় খাদ্যশস্যের প্রারম্ভিক মজুদ ১৩.২৫ লাখ মে. টন (চাল ১০.৮৭ লাখ মে.টন ও গম ২.৩৮ লাখ মে. টন)। বন্দরে খালাসের অপেক্ষায় ২২,০০০ মে. টন গম রয়েছে।	২৩/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুসারে সরকারি গুদামজাত অবস্থায় খাদ্যশস্যের প্রারম্ভিক মজুদ ছিল ১২.৯৪ লাখ মে. টন (চাল ১০.৫৯ লাখ মে.টন ও গম ২.৩৫ লাখ মে. টন)। বন্দরে খালাসের অপেক্ষায় ৩৭,২৩২ মে. টন গম রয়েছিল।	বর্ণিত সময়ে সরকারি গুদামজাত অবস্থায় খাদ্যশস্যের মোট মজুদ ০.৩১ লাখ মে.টন বেড়েছে। খাদ্যশস্যের মজুদ সন্তোষজনক। এ মুহূর্তে খাদ্যশস্যের কোন ঘাটতি নেই বা ঘাট তির কোন সম্ভাবনা নেই।
২	ঢাকার বাজার মূল্য পরিস্থিতি	*খাদ্য অধিদপ্তর/**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ৩১/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ঢাকার বাজারে- ক) মোটা চালের পাইকারী মূল্য *৩৯.২৫-৪০.৯১ টাকা এবং সরু, মাঝারি ও মোটা চালের খুচরা মূল্য প্রতি কেজি যথাক্রমে **৫৬.০০-৬২.০০, ৪৬.০০-৪৮.০০ ও ৪৩.০০ – ৪৪.০০ টাকা। (খ) আটার (খোলা) খুচরা মূল্য প্রতি কেজি **২৭.০০-২৮.০০ টাকা।	*খাদ্য অধিদপ্তর/**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ২৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ঢাকার বাজারে- ক) মোটা চালের পাইকারী মূল্য *৩৭.১৭-৩৮.৬৭ টাকা এবং সরু, মাঝারি ও মোটা চালের খুচরা মূল্য প্রতি কেজি যথাক্রমে **৫৬.০০-৬০.০০, ৪৪.০০-৪৮.০০ ও ৪২.০০ – ৪৪.০০ টাকা। (খ) আটার (খোলা) খুচরা মূল্য প্রতি কেজি **২৮.০০-৩০.০০ টাকা।	বর্ণিত সময়ে ঢাকার বাজারে মোটা চালের পাইকারী মূল্য কেজিপ্রতি ২.২৪ টাকা ও সরু, মাঝারি ও মোটা চালের খুচরা মূল্য যথাক্রমে ২ টাকা, ২টাকা ও ১ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। আটার খুচরা মূল্য কেজি প্রতি ১ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে।
৩	খাদ্যশস্য আমদানি পরিস্থিতি	২০২০-২১ অর্থ বছরের ২৭/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ৩.৪৪ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য (চাল ০.০০ লাখ মে. টন ও গম ৩.৪৪ লাখ মে. টন) এবং সরকারি খাতে ০.৮৭ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য (গম ০.৮৭ লাখ মে. টন) আমদানি হয়েছে।	২০২০-২১ অর্থ বছরের ২২/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ৩.৪৪ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য (চাল ০.০০ লাখ মে. টন ও গম ৩.৪৪ লাখ মে. টন) এবং সরকারি খাতে ০.৭২ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য (গম ০.৭২ লাখ মে. টন) আমদানি হয়েছিল।	বর্ণিত সময়ে বেসরকারি খাতে কোন খাদ্যশস্য আমদানি হয়নি। সরকারী খাতে ০.১৫ লাখ মে.টন গম গুদামজাত করা হয়েছে। (জিটুজি ভিত্তিতে রাশিয়ার সাথে চুক্তিকৃত ২.০০ লাখ মে.টন গমের মধ্যে প্রায় ১.০৯ লাখ টন গম বন্দরে এসেছে, এর মধ্যে ০.৮৭ লাখ মে. টন গম গুদামজাত করা হয়েছে)।
৪	সরকারি অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ পরিস্থিতি	২০১৯-২০ অর্থবছরের ধান এবং চাল সংগ্রহ মৌসুমে গত ২৬ এপ্রিল/২০২০ থেকে ধান এবং ৭ মে/২০২০ থেকে চাল সংগ্রহ শুরু হয়েছে, ২৭/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২,০৫,৯০৩ মে. টন ধান এবং ৬,৩০,০৬৮ মে. টন চাল (আতপ চাল সহ) সংগৃহীত হয়েছে।	২০১৯-২০ অর্থবছরের ধান এবং চাল সংগ্রহ মৌসুমে গত ২৬ এপ্রিল/২০২০ থেকে ধান এবং ৭ মে/২০২০ থেকে চাল সংগ্রহ শুরু হয়েছে, ২২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ১,৯৫,০৩১ মে. টন ধান এবং ৫,৭৭,৫৮৪ মে. টন চাল (আতপ চাল সহ) সংগৃহীত হয়েছিল।	বর্ণিত সময়ে ১০,৮৭২ মে. টন ধান এবং ৫২,৪৮৪ মে. টন চাল সংগৃহীত হয়েছে। ২০১৯-২০ সালের গম সংগ্রহ কার্যক্রম ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এতে ৭৫,০০০ মে. টন সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬৪,৪২৯ মে. টন সংগৃহীত হয়েছে।
৫	বেসরকারি খাতে (চালকল, আমদানীকারক, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী) খাদ্যশস্যের পাক্ষিক মজুদ	চাল: ৮,৯১,৯৬৪ মে.টন ধান: ৯,৯৪,৬৯৪ মে. টন (সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তর, ৩১.০৭.২০২০খ্রি.)	চাল: ৮,৯২,৩৬৩ মে.টন ধান: ১০,০৩,৮৫০ মে. টন (সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬.০৭.২০২০খ্রি.)	বর্ণিত সময়ে মজুদের পরিমাণ চাল: ৩৯৯ মে.টন কমেছে ধান: ৯,১৫৬ মে. টন কমেছে (কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ের মজুদ অন্তর্ভুক্ত নহে)
৬	খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ডে (২৮/০৮/২০২০ খ্রিঃ) ৫% ভাঙ্গা সিদ্ধ চালের টন-প্রতি এফওবি মূল্য যথাক্রমে ৩৮৫ ও ৫০৮ মার্কিন ডলার। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের (২৮/০৭/২০২০) গমের টন-প্রতি এফওবি মূল্য যথাক্রমে ২০৭.৫০, ২০৭.০০ ও ২১২.৮৩ মার্কিন ডলার।	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ডে (২১/০৮/২০২০ খ্রিঃ) ৫% ভাঙ্গা সিদ্ধ চালের টন-প্রতি এফওবি মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩৮৫ ও ৪৯৫ মার্কিন ডলার। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের (২১/০৭/২০২০) গমের টন-প্রতি এফওবি মূল্য ছিল যথাক্রমে ২০৩.০০, ২০২.০০ ও ২০৫.২১ মার্কিন ডলার।	বর্ণিত সময়ে সিদ্ধ চালের এফওবি মূল্য টন-প্রতি ভারতে অপরিবর্তিত ও থাইল্যান্ডে ১৩ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। গমের টন-প্রতি এফওবি মূল্য রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রে টন প্রতি যথাক্রমে ৪.৫০ ও ৫.০০ ও ৭.৬২ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭	খাদ্যশস্যের সম্ভাব্য আমদানি মূল্য পরিস্থিতি (শুল্ক-কর ব্যতীত)	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে আমদানিযোগ্য সিদ্ধ চালের বাংলাদেশে সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি যথাক্রমে ৩৫.৩৬ ও ৪৮.৩৫ টাকা। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিযোগ্য গমের সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি ২২.৮১-২৩.৩০ টাকা।	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে আমদানিযোগ্য সিদ্ধ চালের বাংলাদেশে সম্ভাব্য মূল্য ছিল কেজি-প্রতি যথাক্রমে ৩৫.৩৪ ও ৪৭.২২ টাকা। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিযোগ্য গমের সম্ভাব্য মূল্য ছিল কেজি-প্রতি ২২.৩৭-২৩.৪৯ টাকা।	বর্ণিত সময়ে আমদানিকৃত চালের বাংলাদেশের বন্দরে সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি ভারতে ০.০২ টাকা ও থাইল্যান্ডে ১.১৩ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানিযোগ্য গমের সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি ০.৪৪ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮	খাদ্যশস্যের এল.সি পরিস্থিতি	বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের ২২/০৮/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত চালের এলসি খোলা হয়েছে ৬৭০ মে.টন এবং এলসি সেটেল্ড হয়েছে ৫৮০ মে. টন। অপরদিকে, গমের এলসি খোলা হয়েছে ৯৪৭.৫৮ হাজার মে. টন এবং গমের সেটেল্ড হয়েছে ৪৭৫.৬০ হাজার মে. টন।	বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের ১৫/০৮/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত চালের এলসি খোলা হয়েছিল ৫৪০ মে.টন এবং এলসি সেটেল্ড হয়েছিল ৫৫০ মে. টন। অপরদিকে, গমের এলসি খোলা হয়েছিল ৮৯২.১৩ হাজার মে. টন এবং গমের সেটেল্ড হয়েছিল ৪২২.৬৪ হাজার মে. টন।	বর্ণিত সময়ে এলসি সেটেল্ড চাল: ৩০ মে.টন বেড়েছে। গম: ৫২.৯৬ হাজার মে. টন বেড়েছে।
৯	সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ পরিস্থিতি	২০২০-২১ অর্থবছরের ২০/০৮/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত সরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য বিতরণ হয়েছে ২.৫৪ লাখ মে. টন (চাল ১.৮৯ লাখ মে.টন ও গম ০.৬৫ লাখ মে.টন)।	২০২০-২১ অর্থবছরের ১৩/০৮/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত সরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য বিতরণ হয়েছিল ২.২৪ লাখ মে. টন (চাল ১.৭০ লাখ মে.টন ও গম ০.৫৪ লাখ মে.টন)।	বর্ণিত সময়ে ০.৩০ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ হয়েছে (বিশেষ ওএমএস-সহ পিএফডিএস এর সকল চ্যানেলে)।

৩১/০৮/২০২০